ফর্ম নং. জে. (২)
আইটেম নং.১০

<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>

<u>দেওয়ানী আবেদন বিচারবিভাগ</u>

<u>আপীল বিভাগ</u>

শুনানিঃ ১৬.১১.২০২৩

রায় প্রদান করা হয়েছেঃ ১৬.১১.২০২৩

উপস্থিত:

সম্মানীয় প্রধান বিচারপতি টি. এস. শিবজ্ঞানম

এবং

সম্মানীয় বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য

২০২৩-এর এম. এ. টি. ১৭৬৯,

সহ

২০২৩-এর আই. এ নম্বর সিএএন ১

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা

বনাম

অমিত কুমার কেজরিওয়াল এবং অন্যান্যরা

উপস্থিতিঃ-

শ্রী অনুজ সিং

শ্রী বরুণ কোঠারি

শ্রীমতী নিহারিকা সিং

শ্রীমতী রূপাল সিং

শ্রী অশোক কুমার সিং

..... আপিলকারীদের জন্য

শ্রীমতী নোয়েলা ব্যানার্জি

শ্রী দীপক দে

শ্রী অভিদিপ্তা তরফদার

.... উত্তরদাতা নং ১ -এর জন্য।

<u>বিচার</u>

(আদালত রায় প্রাধান বিচারপতি টি. এস. শিবজ্ঞানম দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল)

১. আজ আদালতে দাখিল করা পরিষেবার হলফনামা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

২. ডব্লিউ. পি. এ. ১৬২৯১-এ উত্তরদাতা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এই আন্তঃ-আদালতের আবেদন ২০২৩ সালের ৮ জুলাই, ২০২৩ তারিখের একটি আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশিত হয়, যা মূলত কিছু

বিজ্ঞ একক বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত কিছু নির্দেশনা এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে, বিবাদী আদেশে। রিট আবেদনকারী ছিলেন স্বাতী মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেডের প্রাক্তন পরিচালক, যিনি আপিলকারী/ব্যাংক থেকে কিছু আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিণামে এটিকে একটি প্রতারণামূলক লেনদেন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আপিলকারী/ব্যাংক কর্তৃক শুরু হওয়া একটি কার্যধারায় জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুসারে প্রশ্নবিদ্ধ কোম্পানিটি অবসায়নের অধীনে রয়েছে। রিট আবেদনকারী, যিনি কোম্পানির প্রাক্তন পরিচালক, তিনি সিআরআইএলসির ওয়েবসাইটে "জালিয়াতি" অবস্থা থেকে রিট আবেদনকারীর অ্যাকাউন্টের শ্রেণীবিভাগকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ফলস্বরূপ ত্রাণের জন্য রিট আবেদনটি দায়ের করেছিলেন। যে প্রাথমিক ভিত্তিতে রিট আবেদনটি দাখিল করা হয়েছিল তা হল এই যুক্তি দিয়ে যে ২০১৬ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা মাস্টার সার্কুলারের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন হয়েছে এবং অডি অল্টারট্রাম পার্টেমের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। এছাড়াও, এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে NCLT-এর সামনে পেশ করা ফরেনসিক অডিট রিপোর্টে চূড়ান্তভাবে বলা হয়নি যে কোম্পানি/ঋণগ্রহীতা/জামিনদার কর্তৃক সম্পাদিত লেনদেন জালিয়াতিপূর্ণ। বিজ্ঞ একক বেঞ্চ হলফনামা না চাওয়ায় রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করে। বিজ্ঞ একক বেঞ্চ নিশ্চিত হন যে ২০১৬ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা মাস্টার সার্কুলারে বিবেচিত পদ্ধতির লঙ্ঘন হয়েছে।

৩. উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ আইনজীবী 2016 সালের সার্কুলারে বিভিন্ন ধারার বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন এবং নির্দেশ করবেন যে পদ্ধতির স্থূল, স্পষ্ট লঙ্ঘন হয়েছে এবং

ফলস্বরূপ, উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারীকে প্রতারণামূলক সত্তা হিসাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আপিলকারী/ব্যাঙ্কের পদক্ষেপ অবৈধ।

৪. রিট আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল বিদ্বান একক বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত আদেশকে সমর্থন করতে চান এই যুক্তি দিয়ে যে বিদ্বান রিট আদালত সন্তুষ্ট হয়েছে যে রিট আবেদনকারীর অবস্থানকে "জালিয়াতি" হিসাবে বর্ণনা করে আপিলকারী/ব্যাঙ্কের দ্বারা শুরু করা কার্যধারা আইনত খারাপ, আবেদনকারী/ব্যাঙ্ককে শুরু করা সমস্ত পদক্ষেপ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়ে ফলস্বরূপ নির্দেশ জারি করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল। আপিলকারী/ব্যাঙ্ক কিছু পর্যবেক্ষণ এবং জারি করা নির্দেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে এই আদালতে আপিল করছে।

৫. স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা বনাম রাজেশ আগরওয়াল ও অন্যান্যরা, (২০২৩) ৬ এস. সি. সি. ১ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জারি করা মাস্টার সার্কুলারকে চ্যালেঞ্জ করে একগুচ্ছ আপিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মূলত এই ভিত্তিতে যে ঋণগ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টগুলিকে জালিয়াতি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার আগে কোনও শুনানির সুযোগের পরিকল্পনা করা হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে ফৌজদারি অপরাধের রিপোর্ট করার পর্যায়ে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি প্রযোজ্য নয়, যা সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক গৃহীত আইনের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান।এরপরে, সুপ্রিম কোর্ট তার আগের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে বলেছিল যে, কোনও অ্যাকাউন্টকে জালিয়াতি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার সময় ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান যে সিদ্ধান্ত নেয় তা একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং তাই স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি তার মধ্যে পড়তে হবে। শেষ পর্যন্ত, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টের শ্রেণীবদ্ধকরণ জালিয়াতি হিসাবে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির লঙ্ঘন এবং ব্যাংকগুলিকে

মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রাজেশ আগরওয়াল (উপরে)-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে।

৬. বিজ্ঞ একক বেঞ্চ কর্তৃক প্রক্রিয়াগত অনিয়ম সম্পর্কে রেকর্ডকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপিলকারী/ব্যাংক উক্ত আদেশের সাথে হস্তক্ষেপের জন্য কোনও মামলা করেনি। তবে, যেহেতু আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন হয়েছে, তাই আপিলকারী/ব্যাংককে ইচ্ছা করলে আইন অনুসারে নতুন করে মামলা করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত ছিল। আমরা এই পর্যবেক্ষণ করছি কারণ আপিলকারী/ব্যাংকের কোনও অ্যাকাউন্টকে "প্রতারণামূলক" হিসাবে ঘোষণা করার এখতিয়ার নেই। প্রকৃতপক্ষে, রিট আবেদনকারীর ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে পদ্ধতিগত লঙ্ঘন হয়েছে, যা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের দিকে পরিচালিত করে। অতএব, রিট আবেদনকারী/ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টকে প্রতারণামূলক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার বিষয়টি বাদ দিয়ে, আপিলকারী/ব্যাংককে ইচ্ছা করলে আইন অনুসারে নতুন করে মামলা শুরু করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত ছিল। অতএব, বিজ্ঞ রিট আদালত কর্তৃক জারি করা আদেশ এবং নির্দেশনা সেই পরিমাণে সংশোধন করা প্রয়োজন।

৭. বিতর্কিত আদেশের ৮ম পৃষ্ঠায়, বিদ্বান রিট আদালত আবেদনকারী/ব্যাঙ্ককে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থাগুলি সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে বিতর্কিত পদক্ষেপ প্রত্যাহারের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের সারমর্ম যাতে এই সংস্থাগুলি রিট আবেদনকারীর পাশাপাশি সংস্থাটিকে জালিয়াতি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে সক্ষম হয়।

৮. বিজ্ঞ আইনজীবী বিবাদী/রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ একক বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত এই আদেশ এবং নির্দেশনা বজায় রাখার চেষ্টা করেন এবং তার

বিরোধকে সমর্থন করার জন্য কপিল আগরওয়াল ও অন্যান্যরা বনাম সঞ্জয় শর্মা ও অন্যান্যরা, (২০২১) ৫ এস. সি. সি ৫২৪, উদয় জে. দেশাই ও অন্যান্যরা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত এবং এস. এস. হেমানি বনাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য মামলায় বোম্বে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত, ২০২৩ এস. সি. সি অনলাইন বম্ব ১২২৬-এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছিল।

৯. কপিল আগরওয়াল ও অন্যান্য (উপরে উল্লিখিত) মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট সন্তুষ্ট ছিল যে ফৌজদারি কার্যধারা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমান এবং এটি অভিযুক্তদের উপর চাপ সৃষ্টি করার সমান এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করে দেয়। উল্লেখ করার মতো বিষয় যে, এই সিদ্ধান্তটি এলাহাবাদ হাইকোর্টে রিট আবেদনকারীর দায়ের করা ফৌজদারি বিবিধ রিট পিটিশন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং তথ্য ও পরিস্থিতিতে, আদালত নথিভুক্ত করেছে যে এটি সন্তুষ্ট যে আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হচ্ছে এবং তার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করা হচ্ছে, কার্যধারা বাতিল করে দিয়েছে। আমরা তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তটিকে আলাদা বলে মনে করি।

১০. উদয় জে দেশাই ও অন্যান্যদের (উপরে উল্লিখিত) মামলায়, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ রাজেশ আগরওয়ালের (উপরে উল্লিখিত) সিদ্ধান্তের কথা বিবেচনা করে এবং অ্যাকাউন্টটিকে জালিয়াতি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার বিষয়টি বাতিল করে দেয়, তবে স্পষ্ট করে দেয় যে এই আদেশটি ব্যাঙ্কগুলির কনসোর্টিয়াম বা কোনও ব্যাঙ্ককে আপিলকারীর কাছে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে আইন অনুসারে স্বাধীনভাবে ব্যবস্থা নিতে বাধা দেবে না। উদয় জে দেশাই ও অন্যান্যদের (উপরে উল্লিখিত) সিদ্ধান্তটি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমাদের করা পর্যবেক্ষণগুলিকে সমর্থন করবে।

১১. এস এস হেমন্তে (উপরে), মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ সিদ্ধান্তটি নোট করেছে সুপ্রিম কোর্টের রাজেশ আগরওয়ালের মামলায় (উপরে) এবং অনুচ্ছেদে

১১-এ ডিভিশন বেঞ্চ একটি নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কার্যধারা স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে এবং এটি শুধুমাত্র মাস্টার সার্কুলারের অধীনে ব্যাঙ্কের পদক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আরও, এফ. আই. আর, যা মাস্টার সার্কুলার ছিল, এই বিষয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ডিভিশন বেঞ্চ রাজেশ আগরওয়ালের (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের জারি করা নির্দেশের প্রকৃতিও নোট করেছে।

১২. এই মুহূর্তে, রাজেশ আগরওয়ালের (উপরে উল্লিখিত) সিদ্ধান্তের ৯৮ অনুচ্ছেদের দিকে নজর দেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে, যা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সমাপ্তির সারসংক্ষেপ। ৯৮.১ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে কোনও এফ. আই. আর দায়ের ও নিবন্ধিত হওয়ার আগে শুনানির কোনও সুযোগের প্রয়োজন নেই। ৯৮.২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে জালিয়াতি হিসাবে অ্যাকাউন্টের শ্রেণিবিন্যাসের ফলে কেবল তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে অপরাধের রিপোর্ট করা হয় না, তবে ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য শাস্তিমূলক ও দেওয়ানি পরিণতিও রয়েছে।

১৩. মাস্টার সার্কুলারের অধীনে পদ্ধতি লঙ্ঘনের বিষয়টি একটি পদ্ধতিগত ত্রুটি, যা আপিলকারীরা উল্লেখ করেছেন এবং ফলস্বরূপ, আপিলকারীরা দেওয়ানি পরিণতির সম্মুখীন হয়েছেন বলে বলা হয়। অতএব, শিক্ষিত একক বেঞ্চ উক্ত কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল, তবে, আবেদনকারী/ব্যাঙ্ককে আইন অনুসারে নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত ছিল। রাজেশ আগরওয়ালের (উপরে) রাজেশ আগরওয়াল (উপরে) এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের আলোকে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে অবহিত করার জন্য আপীলকারীদের/ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিয়ে বিজ্ঞ আদেশের ৮ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞ একক বেঞ্চের দ্বারা জারি করা আদেশ এবং নির্দেশাবলী অপরাধমূলক আইনটি ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে এবং এই ধরনের নির্দেশনা

রিট পিটিশনের সুযোগের বাইরে হবে বলে অভিযুক্ত পদক্ষেপের বিপরীত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্মতিযোগ্য নয়।

১৪. ফলস্বরূপ, আপিলটি আংশিকভাবে অনুমোদিত হয় এবং রিট আবেদনকারী এবং সংস্থার জালিয়াতি হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস বাতিল করে বিদ্বান রিট আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে বহাল রাখার সময়, আপিলকারী/ব্যাঙ্ককে আইন অনুসারে নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

১৫. ৮ পৃষ্ঠায় আপিলকারী/ব্যাঙ্ককে তদন্তকারী সংস্থাগুলি সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জারি করা অন্য নির্দেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তবে, রিট আবেদনকারীর পক্ষে তার বিরুদ্ধে শুরু করা ফৌজদারি কার্যধারার বিষয়ে আইন অনুসারে তার প্রতিকার বের করা ভাল।

১৬. কোনও খরচ নেই।

১৭. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর দ্রুত পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

(টি. এস. শিবজ্ঞানম)
প্রধান বিচারপতি

আমি একমত,

(হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য)

পিজি/এবি এআর (কোর্ট)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal